বিশ্বজয়ী বাংলাদেশী পাঁচ তরুণ

সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাউডসোর্সিং মার্কেটপ্লেস ফ্রিল্যান্সার ডটকম (www.freelancer.com) আয়োজিত 'কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন' প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশী পাঁচ স্বপ্নবাজ তরুণের প্রতিষ্ঠান ডেভসটিম। বিশ্বের বাঘা বাঘা সব দলকে হারিয়ে সেরা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার এবং কনটেন্ট ডেভেলপার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তারা।

কমপিউটার জগৎ-এর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় সেই স্বপ্নবাজ তরুণেরা বললেন তাদের স্বপ্নজয়ের কথা। একই সাথে ভবিষ্যতে তথ্যপ্রযুক্তিক্ষেত্রে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা। আলাপচারিতার প্রথমেই কথা বলেন ডেভসটিমের প্রধান নির্বাহী আল-আমিন কবির। তিনি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সাথে সাথে বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তিভিত্তিক ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের কাজে। ইতোমধ্যে অনলাইনে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত মার্কেটপ্লেসে বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা শীর্ষস্থানীয় অবস্থান রয়েছে। অনলাইন মার্কেটপ্লেস ওডেস্কের শীর্ষ তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারেরা। ওডেস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট অব অপারেশন ম্যাট কুপারের দেয়া তথ্যমতে, ওডেস্কের ১২ শতাংশ কাজ করছেন বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সারেরা। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করেছেন বাংলাদেশের তরুণ ফ্রিল্যান্সারেরা। এই প্রেরণা থেকেই আমরা উৎসাহ পেয়েছি বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখার। যার ফলে বিশ্বের শীর্ষ কনটেন্ট রাইটার ও এসইও অপটিমাইজার প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে আমাদের ডেভসটিম।

কিভাবে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল ডেভসটিম কর্মকর্তাদের কাছে। এ সম্পর্কে কথা বলেন সফল ফ্রিল্যান্সার ও ডেভসটিমের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা তাহের চৌধুরী সুমন। যারা অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে চান বা করছেন তাদের সুবিধার্থে একটি ব্লগসাইট তৈরির কথা ভাবেন তিনি। সে চিন্তা মাথায় রেখে জনপ্রিয় অনলাইন মার্কেটপ্লেস ফ্রিল্যান্সার ডটকমের অনুসারে ফ্রিল্যান্সার কেয়ার ডটকম নামে একটি ডোমেইন কিনে রাখেন। তিনি জানান, সময়ের অভাবে ডোমেইনটিকে ব্যবহার করা হয়নি। গত ৪ জুলাই আমিসহ অপর ৪ তরুণ উদ্যোক্তা আল-আমিন কবির, মাসুদুর রশিদ, ইউনুস হোসেন ও নাসির উদ্দিন শামিম মিলে ডেভসটিম নামে 'ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি এবং ইন্টারনেট মার্কেটিং সেবাদাতা' প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করি।

তবে ডেভসটিমের আগে ব্যক্তিগতভাবে অনেকদিন ধরেই আমরা 'সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন' সেবা দিচ্ছি। এটি হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো কিওয়ার্ডে (যেটি লিখে গুগলে সার্চ করা হয়– যেমন আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে ওয়েবসাইট তৈরির জন্য কোম্পানি খুঁজতে চান তাহলে যা লিখে আপনি সার্চ দিতে পারেন সেটিই হচ্ছে কিওয়ার্ড) একটি ওয়েবসাইটকে গুগলে প্রথম অবস্থানে নিয়ে আসা। আমরা বেশ সফলতার সাথেই এ সেবা দিচ্ছিলাম, তবে আন্তর্জাতিক অনেক বায়ারের সাথে কাজ করতে গিয়ে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। অধিকাংশের ধারণা বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সার কিংবা প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজ জানে না। ভারতই সবচেয়ে উপযুক্ত এ সেবা দানের জন্য। আমরা এসব বায়ারকে আমাদের কাজের মাধ্যমেই বোঝাতে সক্ষম হই আমরাও কতটা ভালো জানি এ কাজে।

যখন দেখলাম ফ্রিল্যান্সার ডটকম সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজারদের নিয়েই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে, তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম এতে অংশ নেয়ার, আমাদের দক্ষতাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার। আর এ প্রতিযোগিতায় যদি আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারি, তাহলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সহজে বোঝানো যাবে আমরা ভারত কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজারের চেয়ে ভালো কাজ করে দিতে পারি। এ ভাবনা থেকেই আমাদের এ প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো। আগে থেকে কিনে রাখা সেই ডোমেইনটির মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় অংশ নিই। সবাই মিলে শুরু হয় বিশ্বজয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ।

কৌতূহলস্বরূপ প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এ সম্পর্কে আল-আমিন কবির বলেন, প্রতিযোগিতাটি ছিল কনটেন্ট লেখা এবং কনটেন্টসংশ্লিষ্ট কিওয়ার্ডে গুগলে নাম্বার ওয়ান ফলাফলে নিয়ে আসা। নন্টেকনিক্যালদের জন্য বিষয়টি আরও সহজ করে বলি– ফ্রিল্যান্সার ডটকম আমাদের যে কয়টি কিওয়ার্ড দিয়েছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে How to build a business using freelancers। এছাড়া ছিল কিভাবে একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে অন্যান্য পেশার থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি আয় করা যায়, কিভাবে অনলাইন মার্কেটপ্লেসে নিজের প্রথম কাজটি পাওয়া যায়, কিভাবে সফলভাবে আউটসোর্স করানো যায়, আউটসোর্সিং করানোর ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে– এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়। আমাদেরকে প্রথমে এই কিওয়ার্ডের ওপর ভিত্তি করে কনটেন্ট লিখতে হয়েছে, ধাপে ধাপে বোঝাতে হয়েছে কিভাবে ফ্রিল্যান্সারদের মাধ্যমে নিজের ব্যবসায়কে গড়ে তোলা যায়। শুধু লেখাটিই শেষ নয়– কেউ যদি এটি লিখে গুগলে সার্চ দেয় তাহলে প্রথমে আমাদের লেখা কনটেন্টটাই থাকতে হবে! নির্দিষ্ট কিওয়ার্ডে একটি ওয়েবসাইটকে গুগলে বা অন্য সার্চ ইঞ্জিনে প্রথমে আনার জন্য সার্চ ইঞ্জিনের রিকমেন্ডেড পথে অপটিমাইজেশন করতে হয়। এই কিওয়ার্ডটিতেও প্রথম অবস্থানে যাওয়ার জন্য আমাদের এই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজ শুরু করতে হয়।

ডেভসটিমের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ও সফল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার মাসুদুর রশিদ বলেন, গুগলের সাম্প্রতিক সার্চ ইঞ্জিন আপডেট আমাদের বারবার একটি বার্তাই দিচ্ছে, স্প্যামিংয়ের দিন শেষ। শুধু কোনো ওয়েবসাইটে মানসম্মত কনটেন্ট থাকলেই তাকে গুগলের প্রথম অবস্থানে দেখানো হবে। অন্য ওয়েবসাইটগুলোতে গিয়ে স্প্যামিংয়ের মাধ্যমে লিঙ্ক বাড়ালেই উক্ত ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিন থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। আমরা তাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম মানসম্মত কনটেন্ট লেখায়। ফ্রিল্যান্সার ডটকম থেকে মূল যে পাঁচটি কিওয়ার্ড নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল আমরা▶

পাঁচটি কিওয়ার্ডের জন্যই খুব মানসম্মত কনটেন্ট লিখেছি। এরপর শুরু করেছি এ কিওয়ার্ডগুলোর সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজ। প্রথম সপ্তাহেই আমরা কিওয়ার্ডগুলোর জন্য বেশ ভালো অবস্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, তখন থেকেই আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকল। মনে হচ্ছিল আমরা এ প্রতিযোগিতায় জিতবই।

প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ যখন শেষের দিকে তখনই শুরু হলো তুমুল প্রতিযোগিতা। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত এবং পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার টিম তাদের সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজে যখন গতি বাড়িয়ে দিল তখন আমাদের ওয়েবসাইটকে গুগলে প্রথমদিকে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ছিল। আমাদের পুরো টিমের তখন শুরু হলো রাত জেগে কাজ করা। শেষের দুই সপ্তাহ আমরা কোনো ছুটি নেইনি, দিনরাত একটানা কাজ করেছি। আর শেষ পর্যন্ত আমাদের জয় হয়েছে– পরিশ্রমের বিনিময়ে যথাযথ সম্মানও পেয়েছি। সহস্রাধিক প্রতিযোগীকে হারিয়ে একটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের বিজয়ী হওয়াটা আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের জন্য অনেক ভালো ইমেজ তৈরিতে সহায়তা করবে বলেই আমরা মনে করি। ডেভসটিমের এ অর্জন কারো ব্যক্তিগত বিজয় নয়– এ বিজয় আমাদের তরুণ ফ্রিল্যান্সারদের, এ বিজয় আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের। সর্বোপরি এ বিজয় পুরো বাংলাদেশের।

এই বিজয়ের পেছনে রয়েছে এই স্বপ্নবাজ পাঁচ তরুণের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা অনুযায়ী অক্লান্ত পরিশ্রম– বলছিলেন ডেভসটিমের প্রধান যোগাযোগ কর্মকর্তা (সিসিও) নাসির উদ্দিন শামীম। তিনি বলেন, প্রতিযোগিতার বিষয়টি জকনার সাথে সাথে আমাদের দিনরাত সব সমান হয়ে গেছে। রাতের ঘুম হারাম করে ডেভসটিমের সাথে জড়িতরা ফ্রিল্যান্সার কেয়ার সাইটটির ডেভেলপমেন্টের পেছনে কাজ করেছেন। প্রতিযোগী সাইটগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে সবচেয়ে ভালোমানের কনটেন্ট লেখা হয়েছে। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে সাইটের বিভিন্ন কনটেন্টের প্রচারণা চালানো হয়েছে। এতে সবারই সাড়া ছিল স্বপ্নোদিত। কনটেন্টের মান ভালো হওয়ায় নিয়মিত ভিজিটর এসেছে সাইটটিতে। সেই হিসেবে মাত্র ১ মাসে সাইটের অ্যালেক্সা র‍্যাঙ্কিং ২ লাখের নিচে চলে এসেছে এবং বাংলাদেশে সাইটটির অবস্থান বর্তমানে ২৯৭। এমনকি প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমাদের নামে ফ্রিল্যান্সার কেয়ারের ফেসবুক পেজ ও ফ্রিল্যান্সার ডটকমের ড্যাশবোর্ডে বিভিন্ন ধরনের ভুল তথ্য ছড়িয়েছে। তাদের সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে আমরা এগিয়ে গেছি। ফলাফল ঘোষণার সপ্তাহখানেক আগে থেকে আমাদের সবাই খুব চিন্তায় ছিলাম। অবশেষে আমরা সফল হলাম।

আড্ডার এক ফাঁকে বিজয়ের পাওয়া সম্পর্কে কথা ওঠে। এ সম্পর্কে ডেভসটিমের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা মাসুদুর রশিদ বলেন, বিজয়ী হিসেবে ফ্রিল্যান্সার কেয়ার অর্থাৎ ডেভসটিম পেয়েছে ১০ হাজার ডলার। তবে পুরস্কারই বড় কথা নয়। বিশ্বের সেরা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার ও কনটেন্ট রাইটার হিসেবে বাংলাদেশের এ প্রতিষ্ঠানটির নাম স্বগৌরবে উচ্চারিত হবে। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী পাকিস্তানের দল এনলাইটেন টেকনো পায় ৩ হাজার ডলার। তৃতীয় স্থান অধিকারী অস্ট্রেলিয়ার দল অ্যাটোমিক অ্যাপস পায় ২ হাজার ডলার। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার হিসেবে আরো ১০টি দলকে ১০০ ডলার করে দেয়া হয়। তবে বাংলাদেশের প্রাপ্তি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে প্রেরণাদায়ী। ডেভসটিমের এ বিজয় শুধু আমাদের নয়, এটা বাংলাদেশের বিজয়। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে ডেভসটিম। প্রতিযোগিতায় ডেভসটিমের বিজয় সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কারিগরি কর্মকর্তা ইউনুস হোসেন বলেন, এটি ছিল আমাদের জন্য অনেক বড় একটি প্রতিযোগিতা। বিশ্বের বাঘা বাঘা সব এক্সপার্ট দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। সার্চ ইঞ্জিনের শীর্ষে টিকে থাকতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। রাত-দিন আমাদের দলের সবাইকে পরিশ্রম করতে হয়েছে। পরিশ্রমের বিপরীতে আমরা যথার্থ সম্মান পেয়েছি। তবে এ অর্জন শুধু আমাদের নয়, এ বিজয় আমাদের তরুণ ফ্রিল্যান্সারদের, এ বিজয় আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের। সর্বোপরি এ বিজয় পুরো বাংলাদেশের। বিশ্বের বড় বড় সব কোম্পানিকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের এগিয়ে যাওয়াটা দেশের জন্য অনেক বড় সম্মান বয়ে এনেছে।

বাংলাদেশ যে আগামী দিনে আইটি ডেস্টিনেশন সেটি দেখিয়ে দিয়েছে সম্প্রতি যাত্রা শুরু করা বাংলাদেশী ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নির্মাণ এবং ইন্টারনেট মার্কেটিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ডেভসটিম। ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকলে অল্প সময়েই যে সফল হওয়া যায় তার প্রমাণ ডেভসটিম। এ সম্পর্কে ডেভসটিমের জনসংযোগ কর্মকর্তা তুহিন মাহমুদ বলেন, মাত্র দু'মাস আগে যাত্রা শুরু করেছে ডেভসটিম। আল-আমিন কবির, ইউনুস হোসেন, মাসুদুর রশিদ, তাহের চৌধুরী সুমন ও নাসির উদ্দিন শামীম নামের ৫ তরুণ উদ্যোক্তার সম্মিলিত উদ্যোগে এ প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা। প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই মাসের মধ্যেই বিশ্বজয়ী এ পুরস্কার বাংলাদেশি তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে। তরুণরাও যে সফল উদ্যোক্তা বা স্বনির্ভর হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে ও সেটি বাস্তব করতে পারে তার প্রমাণ এই পাঁচ তরুণ। বর্তমানে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সেবা দেয়ার জন্য স্টিমএসইওসার্ভিসেস এবং ওয়ার্ডপ্রেস থিম তৈরির জন্য থিমেভার নামে দুটি ব্র্যান্ড রয়েছে ডেভসটিমের। ক্রিয়েটিভ ডিজাইনিং এবং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত আরও কিছু সার্ভিস ব্র্যান্ড চালুর পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। এ ছাড়া বাংলাদেশি তরুণ-তরুণীদের ফ্রিল্যান্সিং সংক্রান্ত বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে অ্যাডভান্সড সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, সার্টিফায়েড অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ও সার্টিফায়েড অ্যাফিলিয়েট ব্লগার ট্রেনিং করাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। এ ছাড়া আরো বেশ কয়েকটি কোর্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ সম্পর্কে ডেভসটিমের প্রধান কারিগরি কর্মকর্তা ইউনুস হোসেন বলেন, খুব শিগগির সার্টিফায়েড ওয়েব অ্যান্ড গ্রাফিক্স ডিজাইনার, সার্টিফায়েড জুমলা ডেভেলপারসহ ফ্রিল্যান্সিং হতে আগ্রহীদের সহায়তায় কিছু কোর্স চালু করা হবে। ডেভসটিম সম্পর্কে জানা যাবে– http://devsteam.com ঠিকানার সাইট থেকে।

আগামী দিনে ডেভসটিমের লক্ষ্য কী, এ সম্পর্কে এই পাঁচ তরুণ শোনান আশার কথা। যে ধরনের আশার প্রতিফলন ইতোমধ্যেই দেখা গেছে। তারা জানান, ভার্চুয়াল দুনিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তিক্ষেত্রের পরবর্তী প্রতিনিধিত্বকারী যে বাংলাদেশই হবে, সেটি আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে ডেভসটিমের এ বিজয়ে। আর দেশের পক্ষে এই প্রতিনিধিত্ব করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আমরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক

ডেভসটিমের পাঁচ সদস্য বা থেকে নাসির উদ্দিন শামিম, তাহের চৌধুরী সুমন, ইউনুস হোসেন, আল-আমিন কবির ও মাসুদুর রশিদ